

৫০
৫০

জবি ভিসির অফিস অবরুদ্ধ কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও এডহক নিয়োগ বাতিল দাবীতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীরা চাকরি স্থায়ীকরণ ও এডহক নিয়োগ বাতিলের দাবীতে প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও ও ভিসির কার্যালয় ও ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখে। এসময় ডায়ালিসিস কেন্দ্রের প্রশাসনিক ভবনের দরজা-জানালাও ভাঙচুর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্যক্রম এ সময় স্থবির হয়ে পড়ে। জানা যায়,



ইনকিলাব : গডকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ ও এডহক কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বাতিলের দাবীতে ভিসি কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে

গত মঙ্গলবার দাবী আদায়ের লক্ষ্যে কর্মচারীরা তাদের আন্দোলনের প্রতীকস্বরূপ একটি গোপন বৈঠক করে এবং সূত্র ধরে গডকাল (বৃহস্পতিবার) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জবি কর্মচারী ঋষিচন্দ্রনাথ কমিটির আহ্বায়ক ও প্রধান করণিক মোহাম্মদ আলমকে ভিসি তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয় এবং অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা এহসানুল হকের কাছে এক ঘণ্টার ভিতর দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলে। এ বছর কর্মচারীদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে সকল বিভাগ থেকে ছুটে এসে

ভিসি অফিসের সামনে জড়ো হয়। এসময় নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা এহসানুল হককে তার অফিস থেকে বের করে দিয়ে অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। এহসানুল হকের কাছে তার নাম পরিচয় জানতে চাইলে সাংবাদিকদের বলেন, আমার নাম পরিচয় জানতে চাইলে ভিসিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন। এর পরই কর্মচারীরা কেপে গিয়ে প্রশাসনিক ভবনের দরজা, জানালা ও টেবিল-চেয়ার ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর কালী আসাদুজ্জামান কর্মচারীদের সাথে কথা

বলতে আসলে তারা আরো কেপে গিয়ে প্রক্টরকে ঘিরে ধরে। এসময় পুলিশের সহায়তায় তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। কর্মচারীরা জানায়, জগন্নাথে প্রায় ১৬৫ জন ডোনেশন কর্মচারী রয়েছে যারা ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে নামমাত্র বেতনে চাকরি করছে। ভিসি এসব কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী না করে নতুন করে অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিচ্ছে। জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

১৬৫ জন ডোনেশন ফান্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। এসব কর্মচারীর পূর্ণাঙ্গ নিয়োগ না দিয়ে ভিসি একটি এডহক কমিটির মাধ্যমে ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়। রেজিস্টার অফিস সূত্র জানায়, নতুন করে নিয়োগ দেয়া এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র রেজিস্টার অফিসে জমা নেই। কর্মচারীরা জানায়, ২/১ দিনের মধ্যে যদি তাদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ না দেয়া হয় তবে তারা অতিসত্বর অসহযোগ আন্দোলন শুরু করবে।

বলতে আসলে তারা আরো কেপে গিয়ে প্রক্টরকে ঘিরে ধরে। এসময় পুলিশের সহায়তায় তিনি সেখান থেকে বের হয়ে আসেন। কর্মচারীরা জানায়, জগন্নাথে প্রায় ১৬৫ জন ডোনেশন কর্মচারী রয়েছে যারা ১০ থেকে ১৫ বছর ধরে নামমাত্র বেতনে চাকরি করছে। ভিসি এসব কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী না করে নতুন করে অবৈধভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিচ্ছে। জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের